ISSN : 2309-0642

ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারী: জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন এলাকার উপর একটি সমীক্ষা

তাহমিনা সুলতানা* ও কামনা রানী সাধুখাঁ**

সারসংক্ষেপ

একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণ। কারণ উন্নত বা উন্নয়নশীল সকল দেশে নারী এবং পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। এসব কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের অনেকেই শহরের বিভিন্ন ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সাভার নবীনগর এলাকায় জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এ গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতি সামাজিক নমুনা জরিপ ব্যবহার করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্যদাতা নির্ধারণ করে তাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য থেকে গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মূলতঃ পরিবারের দরিদ্রতা ও চাহিদা মেটানোর জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর গুরুত্ব, নারীর পারিবারিক মর্যাদা এবং উপার্জনকারী নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে, ফুটপাত এলাকায় ব্যবসা করতে গিয়ে নারীদের নানা রকম অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়। সর্বশেষ এ প্রবন্ধে এসব অসুবিধা থেকে কিভাবে নারীরা রক্ষা পেতে পারে তা নিয়ে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

ভূমিকা

যথাযথ স্বীকৃতি না থাকলেও যেকোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে শিকার ও সংগ্রহ, পশুপালন, উদ্যান চাষ ও কৃষিতে নারী শ্রমের প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। সেই ধারাবাহিকতায় নারীরা আজও শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ধারার অন্যতম লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমশক্তির নারীমুখীকরণ। বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচীর সহযোগী জাতীয়

* সিনিয়র লেকচারার, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়

** লেকচারার, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নয়ন নীতিমালায়ও নারীর এই উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈকিভাবে যদি নারীর অবদানকে অর্থসূচকে অর্থনৈতিক উৎপাদন পরিসংখ্যানে রূপান্তর করা হয় তবে তার সার্বিক উৎপাদন ২৫-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান কৌশল হলো সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকা নিশ্চিত করা (দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-২১, সংখ্যা-১, জুন ২০০৯, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশী নারী ১০৫:১০০ (অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৫)। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে তাদের শ্রম আবদ্ধ হয়ে থাকায় জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের যথাযথ অবদান প্রতিফলিত হয় না। অধিকাংশ নারীরাই গৃহ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছে, যার কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই। তবে এ বক্তব্য এবং বাস্তবতার বাইরেও বাংলাদেশের অনেক নারীই বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। যেমন : শিক্ষকতা, নার্সিং, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ও বড় উদ্যোক্তা ইত্যাদি ছাড়াও দরিদ্র নারীদেরকে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করতে দেখা যায়। ফুটপাতে দরিদ্র নারীদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ব্যবসা বাংলাদেশের মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বর্তমানে জীবিকার তাগিদেই নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীদের বেছে নিতে হচ্ছে এ ধরনের প্রতিকূলতামূলক পেশা। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অনেক নারীই ফুটপাতে তাদের বিভিন্ন ব্যবসা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এসব নারীদের অনেকেই তাদের পুরো সংসারের খরচ চালাচ্ছে তাদের ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে। আর তা দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বি করে গড়ে তুলেছে এবং পরিবার ও সমাজে নিজের একটা আলাদা জায়গা করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত শিল্প বিপ্লবের ফলে নারীদের পেশায় অনেক আগেই ব্যপক পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীরা এখন বিভিন্ন ধরনের শহুরে পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এ চিত্র আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মতো এশিয়ার অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে (Susan Bullock, Women and Work, Zed Books Ltd . London and New jersy, 1994)। বাংলাদেশে বর্তমানে সনাতনি পেশা ছেড়ে নানামূখী চাকরীতে যোগদানের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্নতদেশ সমূহে কৃষিকাজে ১৯৫০ সালে ৮৭% এবং ২০০০ সালে ৫৭% মহিলা সম্পৃক্ততার কথা জানা যায় যা মহিলাদের ক্রমেই অকৃষিমূলক পেশায় যোগদানের নির্দেশক হিসেবে ধরে নেয়া যায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এই চিত্র হলো ১৯৫০ সালে কৃষিকাজে নিয়োজিত মহিলা ৪৭%, ২০০০ সালে ৮% (Susan Bullock, Women and Work, Zed Books Ltd . London and New Jersy, 1994)। তবে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বব্যাপী ১৯৬৫-১৯৭০ শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। Labour Force Survey 2010 অনুযায়ী ২০০৫-২০০৬ সালে বাংলাদেশের কর্মজীবী মহিলাদের শতকরা হার ছিল ২৯.২% এবং তা ২০১০ সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৩৬%। বাংলাদেশের কর্মজীবী মহিলা সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, মোটামুটিভাবে ১৯৭০ এর দশক থেকে বাংলাদেশের নারীরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এবং মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রায় ১.০৮ কোটি নারী কর্মরত আছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৫)। বাংলাদেশের ঢাকা শহরের সাভার নবীনগর এলাকার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত

থাকতে দেখা যায়। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পিঠা বিক্রি, চুরি মালাসহ বিভিন্ন ধরনের কসমেটিকস, পান, সিগারেট, চকলেট, কলম, নানারকম খেলনাসামগ্রী ইত্যাদি বিক্রি করা। আবার কাউকে দেখা যায় ঝুড়িতে করে অল্প কিছু সব্জি নিয়ে বসতে। ফুটপাতে কর্মরত নারী ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে কিভাবে প্রভাবিত করছে বা অবদান রাখছে সে বিষয়টি খুব কমই প্রচলিত উন্নয়ন গবেষণায় স্থান পেয়েছে – যদিও তা নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আলোচ্য গবেষণায় ফুটপাতে কর্মরত নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকার সার্বিক বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে জানার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ফুটপাতের ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীদের সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীর জনমিতিক তথ্য অনুসন্ধান করা ।

২. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের এ ধরনের পেশায় আসার কারণ সম্পর্কে জানা।

৩. উত্তরদাতাদের জীবনযাত্রার উপর এ পেশার প্রভাব সম্পর্কে জানা ।

৪. ব্যবসা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধানে তাদের পরামর্শসমূহ জানা।

গবেষণার পদ্ধতি

ফুটপাতে কর্মরত নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ তথ্য আহরণের জন্য বর্তমান গবেষণায় তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তা নারী ব্যবসায়ীদের জনমিতিক তথ্য, আয়, ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হবে আশা করা যায়। সাভার নবীনগর এলাকার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ফুটপাতকে গবেষণার এলাকা নির্দিষ্ট করে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে মোট ৩০ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের সাভার এলাকায় ফুটপাতে ব্যবসা পরিচালনাকে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ এবং অ-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার অনুসূচি প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। এবং এ অনুসূচির সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও কিছু তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত: বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

সাভারের স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণাটির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাতের নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জনমিতিক তথ্য বর্ণনা করা। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, বাসস্থানের ধরন, পরিবারের কাঠামো ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

দেখা যায় যে, যেসব মহিলাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের বেশির ভাগই নিজেদের সঠিক বয়স জানে না। তারা নিজেদের জীবনের বা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সামনে রেখে তাদের বয়স নির্ধারণ করে থাকে। যেমন : বিবাহ, প্রথম সন্তান জন্মদানের সময় তার বয়স এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনা যেমন যুদ্ধ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। সুতরাং তথ্যদাতাদের যে বয়স উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুমান নির্ভর। গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের গড় বয়স প্রায় ৩৩ বছর (পরিমিত ব্যবধান = ৫)। ২৬-৩০ পর্যন্ত ৩৩.৩৩ শতাংশ, ৩১-৩৫ পর্যন্ত ২৩.৩৩ শতাংশ, ৩৬-৪০ পর্যন্ত ২৬.৬৭ শতাংশ, ১৬-২০ পর্যন্ত ১০ শতাংশ, এবং ২১-২৫ পর্যন্ত মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ এবং ১৬-২০ বয়স ১০ শতাংশ (দেখুন: সারণি ১)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ২৬ থেকে ৪০ পর্যন্ত নারী অর্থাৎ মধ্যবয়সী নারীরাই হয়ত ফুটপাতের মতো পরিবেশে কাজ করার মতো সাহস দেখিয়ে থাকে। কিছু কম বয়সী নারীও রয়েছে তবে তাদের সংখ্যা কম। পর্যবেক্ষণে কম বয়সী নারীদের সাধারণত ফুল বিক্রি করতে দেখা যায়।

সারণি: ১ উত্তরদাতাদের বয়স

বয়সের শ্রেণীবিন্যাস	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
১৬-২০	৩	১০
২১-২৫	২	৬.৬৭
২৬-৩০	১০	৩৩.৩৩
৩১-৩৫	৭	২৩.৩৩
৩৬-৪০	৮	২৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা লেখাপড়ার বেশী সুযোগ পায়নি। ৪০% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা কোন রকম নিজের নামটা লিখতে পারে। গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীর ৩৬.৬৭ শতাংশ নিরক্ষর এবং ৪০ শতাংশ স্বাক্ষর করতে পারে। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে ১৬.৬৭ শতাংশ এবং ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ নারী (দেখুন: সারণি ২)।

সারণি: ২ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
নিরক্ষর	১১	৩৬.৬৭
স্বাক্ষর করতে পারে	১২	৪০
প্রাথমিক	৫	১৬.৬৭
মাধ্যমিক	২	৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

আলোচ্য গবেষণায় নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের সাথে তাদের বৈবাহিক অবস্থার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে, ৩.৩৩ শতাংশ নারী অবিবাহিত, ৫৩.৩৩ শতাংশ নারী বিবাহিত, ১৩.৩৩ শতাংশ নারী তালাকপ্রাপ্ত, ১৬.৬৭ শতাংশ নারী পৃথকবাস, ১৩.৩৩ শতাংশ নারী বিধবা

(দেখুন: সারণি ৩)। ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা অধিকাংশ বিবাহিত। এবং অ-কাঠামোবদ্ধ আলোচনায় জানা যায় এর অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। যদিও ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেবার আইন আছে তার পরও বেশির ভাগ নারীই বাল্যবিবাহের শিকার।

সারণি: ৩ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
অবিবাহিত	১	৩.৩৩
বিবাহিত	১৬	৫৩.৩৩
তালাকপ্রাপ্ত	৪	১৩.৩৩
পৃথকবাস	৫	১৬.৬৭
বিধবা	৪	১৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরদাতার অধিকাংশ বস্তিতে বাস করে অর্থাৎ ৭০ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বস্তিতে থাকে। এছাড়া ১৬.৬৭ শতাংশ নারী মেস, ১০ শতাংশ নারী আত্মীয়ের বাসা এবং মাত্র ৩.৩৩ শতাংশ ফুটপাতে বসবাস করে (দেখুন: সারণি ৪)। ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে আয়ের পরিমাণ কম হবার কারণে বেশিরভাগ নারীরাই বস্তিতে থাকে এবং নিম্নমানের জীবন যাপন করে থাকে। কারণ বেশি ভাড়া দিয়ে থাকার সামর্থ্য এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের নেই।

সারণি: ৪ উত্তরদাতাদের বাসস্থানের ধরন

বাসস্থানের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
মেস	৫	১৬.৬৭
বস্তি	২১	৭০
আত্মীয়ের বাসা	৩	১০
ফুটপাত	১	৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের বেশিরভাগই একক পরিবারে বাস করে। ৭৩.৩৩ শতাংশ একক পরিবার এবং ২৬.৬৭ শতাংশের পরিবারের ধরন যৌথ (দেখুন: সারণি ৫)। উপরের সারণিতে দেখা যায় ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের কেউ কেউ মেস বা আত্মীয়ের বাসায় একা থেকে এ ব্যবসা করে থাকে। যার কারণে গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের বেশিরভাগই একক পরিবারের সদস্য। নগরায়নের প্রভাবে সারা বিশ্বে একক পরিবারের প্রভাব দেখা যায়। চাহিদা, থাকার জায়গার স্বল্পতা ও বিভিন্ন ধরনের পেশার কারণে এখন যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গড়ে ওঠে।

সারণি: ৫ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
একক	২২	৭৩.৩৩
যৌথ	৮	২৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের এ ধরনের পেশায় আসার কারণ সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ তারা কেন এ ধরনের পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে তার কারণ সম্পর্কে জানা। পরিবারের চাহিদা মেটাবার জন্য ও দারিদ্রের হাত থেকে নিজের ও পরিবারের মুক্তির জন্য এ সকল নারীরা ফুটপাতের মত জায়গাই ক্ষুদ্র ব্যবসা বেছে নিয়েছে। আবার পুঁজির পরিমান কম থাকার কারণেও অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকে। গবেষণার এ উদ্দেশ্যের আলোকে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ফুটপাতে কি ধরনের ব্যবসা করে, এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার কারণ, ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার মেয়াদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন :

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের মধ্যে সবথেকে বেশি ২৬.৬৭ শতাংশ পিঠা বিক্রি করে, ২৩.৩৩ শতাংশ চুড়ির দোকান বা চুড়ি বিক্রি করে, ১৬.৬৭ শতাংশ ফুল বিক্রি করে, পান, সিগারেট ও চা বিক্রির মত ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে মহিলারা নিয়োজিত থাকে। গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া যায় ১৩.৩৩ শতাংশ নারী এ ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত (দেখুন: সারণি ৬)। এছাড়াও অন্যান্য ব্যবসা যেমন – কাঠের খেলনা, আইসক্রীম, শশা, আচার বিক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত।

সারণি: ৬ উত্তরদাতাদের ব্যবসায়ের ধরন

ব্যবসায়ের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
ফুল বিক্রেতা	৫	১৬.৬৭
পিঠা বিক্রেতা	৮	২৬.৬৭
চুড়ির দোকান	৭	২৩.৩৩
পান, সিগারেট ও চা বিক্রেতা	৪	১৩.৩৩
অন্যান্য	৬	২০
মোট	৩০	১০০

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের কাছে তারা কেন এ ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকে তা জানতে চাইলে তথ্যপ্রদানকারী ৭৬.৬৭ শতাংশ নারী এ তথ্য দেয় যে তারা পরিবারকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে। বেশীরভাগ পরিবার দরিদ্র। বিবাহিত মহিলাদের স্বামীর উপার্জন খুব অপর্যাপ্ত যা তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ১৬.৬৭ শতাংশ নারী আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য এবং ৬.৬৭ শতাংশ নারী অন্যান্য কারণে এ ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকে (দেখুন: সারণি ৭)। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় পরিবারের চাহিদা পূরণ করার তাগিদ থেকেই এ সকল দরিদ্র নারীরা ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসা কাজে নিয়োজিত হচ্ছে।

সারণি: ৭ উত্তরদাতাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার কারণ

ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
আত্মনির্ভরশীল হওয়া	৫	১৬.৬৭
পরিবারের চাহিদা পূরণ	২৩	৭৬.৬৭
অন্যান্য	২	৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

গবেষণার উত্তরদাতা ১৩.৩৩ শতাংশ নারীর ফুটপাতে ব্যবসা করার মেয়াদ ১ বছরের কম, ২৩.৩৩ শতাংশের মেয়াদ ১ থেকে ২ বছর, ৩৩.৩৩ শতাংশের মেয়াদ ২ থেকে ৫ বছর এবং ৩০ শতাংশের মেয়াদ ৫ বছরের বেশি। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মেলানো এবং পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য নারীরা এ ধরনের ব্যবসায় সাম্প্রতিক সময়ে অংশগ্রহণ করছে (দেখুন: সারণি ৮)।

সারণি: ৮ উত্তরদাতাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার মেয়াদ

ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার মেয়াদ	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
১ বছরের কম	৪	১৩.৩৩
১ থেকে ২ বছর	৭	২৩.৩৩
২ থেকে ৫ বছর	১০	৩৩.৩৩
৫ বছরের বেশি	৯	৩০
মোট	৩০	১০০

পরিচালিত এ গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের জীবন-যাত্রার উপর এ পেশার প্রভাব সর্ম্পকে জানা। এ উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য উত্তরদাতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের মাসিক আয়, মাসিক সঞ্চয়, মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ, সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য, স্বাস্থ্যসেবার ধরন সম্পর্কিত তথ্য, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য, আয়ের কারণে পরিবারে তার মর্যাদা সম্পর্কিত তথ্য, উত্তরদাতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন প্রভৃতি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন :

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মাসিক গড় আয় ৪০১৬ টাকা। ৬০ শতাংশের বর্তমান মাসিক আয় ৩৫০০-৪০০০ টাকা, ২৬.৬৭ শতাংশের বর্তমান মাসিক আয় ৪০০০-৪৫০০ টাকা, এবং ১৩.৩৩ শতাংশের বর্তমান মাসিক আয় ৪৫০০-৫০০০ টাকা (দেখুন: সারণি ৯)। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য খুব অল্প পরিমাণ টাকা ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা আয় করে থাকে। মাসিক ৫০০০ হাজার টাকা আয় করা নারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। নারীরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে কম আয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন।

সারণি: ৯ উত্তরদাতাদের বর্তমান মাসিক আয়

বর্তমান মাসিক আয়	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
৩৫০০-৪০০০	১৮	৬০
৪০০১-৪৫০০	৮	২৬.৬৭
৪৫০১-৫০০০	৪	১৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

গড় মাসিক আয় ৪০১৬ টাকা

উত্তরদাতাদের ৪৩.৫৫ শতাংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম এবং বেশির ভাগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৫৬.৬৭ শতাংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম না। (দেখুন: সারণি ১০)।

সারণি: ১০ উত্তরদাতাদের মাসিক সঞ্চয়

মাসিক সঞ্চয় হয় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
হ্যাঁ	১৩	৪৩.৩৩
না	১৭	৫৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

উত্তরদাতাদের গড় মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০৫৭ টাকা। এদের মধ্যে ৭৬.৯২ শতাংশের গড় মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫০০-১০০০ টাকা এবং ২৩.০৭ শতাংশের গড় মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০০০-১৫০০ টাকা। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তরদাতা সঞ্চয় করতে সক্ষম না আর যাদের সঞ্চয় হয় তার পরিমাণও খুব বেশি নয়। (দেখুন: সারণি ১১)

সারণি: ১১ উত্তরদাতাদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ

মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ	গণসংখ্যা (= ১৩)	শতকরা (%) হার
৫০০-১০০০	১০	৭৬.৯২
১০০০-১৫০০	৩	২৩.০৭
মোট	১৩	১০০

গড় মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০৫৭ টাকা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ৮০ শতাংশ সন্তানই স্কুলে যায় এবং মাত্র ২০ শতাংশ সন্তান স্কুলে যায় না (দেখুন: সারণি ১২)। গবেষণার সময় জানা যায় যে, ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা বর্তমান এ ব্যবসায় নিয়োজিত হবার পূর্বে অধিকাংশের সন্তানেরাই স্কুলে যেত না। এ থেকে বোঝা যায় এ সকল মহিলারা আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার পর থেকে তারা সন্তানদের শিক্ষার দিকে সচেতন হয়েছে এবং সন্তানদের পড়াশুনার জন্য স্কুলে পাঠাচ্ছে। এটাকে ইতিবাচক পরিবর্তন বলা যায়।

সারণি: ১২ উত্তরদাতার সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য

বর্তমানে সন্তানরা স্কুলে যায় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
হ্যাঁ	২৪	৮০
না	৬	২০
মোট	৩০	১০০

উপরোক্ত সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৮৩.৩৩ শতাংশ নারীরা তাদের ও পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে সরকারী হাসপাতাল থেকে, ১০ শতাংশ কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করে এবং ৬.৬৭ শতাংশ প্রাইভেট হাসপাতালে সেবা গ্রহণ করে থাকে (দেখুন: সারণি ১৩)। গবেষণাকালীন সময়ে উত্তরদাতাদের অনেকেই বলে থাকেন অসচেতনতার কারণে পূর্বে ঝাড়ফুঁক ও কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। নারীরা আত্মনির্ভরশীল হবার পর তাদের চিকিৎসা সেবায় পরিবর্তন এসেছে এবং তারা আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের চেষ্টা করছে।

সারণি: ১৩ উত্তরদাতাদের স্বাস্থ্যসেবার ধরন সম্পর্কিত তথ্য

বর্তমান স্বাস্থ্যসেবার ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
কবিরাজ	৩	১০
সরকারী হাসপাতাল	২৫	৮৩.৩৩
প্রাইভেট	২	৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ মনে করে ক্ষুদ্র ব্যবসার মত অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত হবার পর যেকোন পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। উত্তরদাতা ৫৩.৩৩ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলেন, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়, ৪০ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলেন, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে মোটামুটি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ৬.৬৭ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলেন, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না (দেখুন: সারণি ১৪)। এ থেকে বোঝা যায় মূলত অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হবার কারণেই পারিবারিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সারণি: ১৪ উত্তরদাতাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
দেয়া হয়	১৬	৫৩.৩৩
মোটামুটি দেয়া হয়	১২	৪০
দেয়া হয় না	২	৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ১৬.৬৭ শতাংশ মনে করে পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে তার আয়ের কোন প্রভাব পড়েনি এবং বেশিরভাগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮৩.৩৩ শতাংশ মনে করে আয়ের কারণে পরিবারে তার মর্যাদা বেড়েছে (দেখুন: সারণি ১৫)।

সারণি: ১৫ উত্তরদাতার আয়ের কারণে পরিবারে তার মর্যাদা সম্পর্কিত তথ্য

আয়ের কারণে পরিবারে তার মর্যাদা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
বেড়েছে	২৫	৮৩.৩৩
পরিবর্তন হয়নি	৫	১৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

উত্তরদাতাদের ৮৩.৩৩ শতাংশ মনে করে তাদের ফুটপাতের মত স্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল এবং ১৬.৬৬ শতাংশ মনে করে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিকূল (দেখুন: সারণি ১৬)। সামাজিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য কর্মের প্রতি মানুষের ইতিবাচক মনোভাবের কারণে সমাজের অধিকাংশের মধ্যে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।

সারণি: ১৬ উত্তরদাতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
অনুকূল	২৫	৮৩.৩৩
প্রতিকূল	৫	১৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

পরিচালিত এ গবেষণার সর্বশেষ উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ব্যবসা করতে আসার পর ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ও এর সমাধানে তাদের সুপারিশগুলো সম্পর্কে জানা। ফুটপাতের মত জায়গায় ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে গেলে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় যা তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ উদ্দেশ্যের আলোকে উত্তরদাতা ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা তথ্য, যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের মতামত প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে ।

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারী উত্তরদাতাদের ৯৩.৩৩ শতাংশ নারী মনে করে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হয় এবং ৬.৬৭ শতাংশ নারী মনে করে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হয় না (দেখুন: সারণি ১৭)। পুঁজির অভাব, চাঁদাবাজি, নিরাপত্তা প্রভৃতিকে তারা ব্যবসা করার সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন।

সারণি: ১৭ উত্তরদাতার ব্যবসার বিভিন্ন সমস্যা তথ্য

সমস্যা	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
সমস্যা হয়	২৮	৯৩.৩৩
সমস্যা হয় না	২	৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ২৮ জনের মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ১০০ শতাংশ নারী মনে করে ফুটপাতে তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজির কারণে অনেক ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না বলে জানিয়েছেন। এছাড়া ৭৫ শতাংশ নারী পুঁজির অভাবকে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত ও পরিচালনা করার অন্যতম সমস্যা হিসেবে তথ্য প্রদান করেছেন। পুঁজির অভাবে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে না। ৬৪ শতাংশ নারী পুলিশের উচ্ছেদকে তাদের ব্যবসার সমস্যা বলে তথ্য প্রদান করেন। প্রায় ৪৬ শতাংশ নারী ব্যবসা ও জানমালের নিরাপত্তার অভাবকেও তারা অন্যতম সমস্যা বলে মনে করেন। এছাড়া ফুটপাতে তাদের ব্যবসার কারণে পথচারীদের পথ চলতে কষ্ট হওয়ায় পথচারীদের অনেকেই তাদের কটুক্তি করে থাকেন (দেখুন: সারণি ১৮)।

সারণি: ১৮ উত্তরদাতারা ব্যবসায় যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়

সমস্যা	গণসংখ্যা = ২৮	শতকরা(%) হার
পুঁজির অভাব	২১	৭৫
চাঁদাবাজি	২৮	১০০
নিরাপত্তা	১৩	৪৬.৪৩
পুলিশের উচ্ছেদ	১৮	৬৪

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,ব্যবসার সমস্যা সমাধানে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের ৯৩ শতাংশ মনে করে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকরা উচিত। ৬৭ শতাংশ পুলিশের উচ্ছেদ অভিযান দমন, ৯০ শতাংশ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বল্প ঋণদান, ৭০ শতাংশ সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ, ৮৭ শতাংশ নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবসায়ের সুযোগ প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন বা মতামত দেন (দেখুন: সারণি ১৯)।

সারণি: ১৯ ব্যবসার সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা (%) হার
চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	২৮	৯৩
পুলিশের উচ্ছেদ অভিযান দমন	২০	৬৭
সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বল্প ঋণদান	২৭	৯০
সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা	২১	৭০
নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবসায়ের সুযোগ প্রদান	২৬	৮৭

উপসংহার ও সুপারিশমালা

জাতীয় উন্নয়নে নারীর অবদান অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে যা পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় বরং বেশি। ১৯৫৯ সালে চীনের বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নে বলা হয়েছিল খাদ্যের প্রাথমিক যোগানদাতা নারী হলেও সমাজ জীবনের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে তাদের বাইরে রাখা হয়। বেইজিং পরিকল্পনায় এটাও বলা হয় "নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের করনীয় হলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্যবিরোধী আইন গ্রহণ ও বলবৎ করা, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণে সক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারী-পুরুষের সমান মজুরীর অধিকার নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করা, নারী পরিচালিত ব্যবসায়ে উন্নয়ন ঘটানো ও সহায়তা দান এবং ঋণ ও মূলধন লাভে সহায়তা করা" (হান্নান বেগম, বেইজিং কর্মপরিকল্পনাার ১৫ বছর; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী, পৃষ্ঠা-১০০)। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার শর্ত অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ই মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষনা করে। ১৯৯৭ এর নারী নীতিতে আছে, "সম্পদ ও কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া"। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ১৬ (২) ধারায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যের মধ্যে আছে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১)।

নারী নীতিতে নারীদের ব্যবসার সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন কমই দেখা যায়। বিশেষ করে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের জন্য এ সুযোগতো কল্পনার অতীত। গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এ সকল নারীরা বিভিন্ন ধরনের অভাব-অনটন ও সমস্যায় জর্জরিত। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীই মধ্যবয়সী অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প বয়সীদেরকেও দেখা গিয়েছে। শুধুমাত্র দারিদ্রতার কারনেই এ সকল নারীরা জীবনের ঝুকি নিয়ে ফুটপাতের মতো জায়গায় জীবিকার অন্বেষনে কাজ করছে। নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীদের সমান সুযোগের কথা

বলা হলেও এ সকল দরিদ্র নারীরা আজ পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। তবে আশার কথা হলো ফুটপাতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত এ সকল নারীদের সাথে কথা বলে জানা যায় এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করলেও জীবন-যাত্রায় তাদের কিছুটা পরিবর্তন এসেছে যেমন: তাদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, শিক্ষার জন্য সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনেকেই শুধুমাত্র পুঁজির অভাবে তাদের ব্যবসা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারছে না। এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য কোন প্রকার ঋণ এর ব্যবস্থা নেই। আবার ঋণ নিতে গেলে কাগজ পত্রের জটিলতা রয়েছে, ব্যবসা করতে গেলে নির্দিষ্ট স্থান দেখাতে হয়। কাগজপত্রের জটিলতা নিরসন বা নির্দিষ্ট স্থান দেখানোর মত অবস্থা ভাসমান স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ফুটপাত নারী ব্যবসায়ীদের নেই। গবেষণার ফলাফলের আলোকে ফুটপাতে নিয়োজিত নারীদের তাদের জীবনমান উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. এ সকল কর্মক্ষম নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে করে তাদের পারিবারিক চাহিদা মেটানো ও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।
২. সরকারি উদ্যোগে এ সকল নারীদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
৩. ব্যবসা কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও বিষয়টি বারবার তদারকির মাধ্যমে চালু রাখা।
৪. সরকারিভাবে এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাদের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নয়নে সরকারি আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা প্রদান করা।
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পুঁজির বা মূলধনের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।
৬. পুলিশের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার পূর্বে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীদের জন্য সরকারের আলাদা হকার্স মার্কেট তৈরী করে তাদেরকে অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ফুটপাতে এই নারী ব্যবসায়ীরাও দারিদ্র দূরীকরণ ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এজন্য তাদের সাহায্যে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এগিয়ে আসলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তারা আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন (১০, ২৭, ২৮-এর ২ ও ৪, ২৯ এর ১ ও ২ এবং ৩২ নং) ধারায় নারী-পুরুষের মধ্যকার বিভিন্ন অসমতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে কতিপয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। এসব ধারাগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারীরা নিজেদের পরিবারে আর্থিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দেশ ও জাতীয় উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

তথ্যসুত্র :

১. অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০১৫।

২. Susan Bullock, Women and Work, Zed Books Ltd. London and New Jersy, 1994.

৩. Ibid.

৪. আবেদা সুলতানা," বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা - ৭৫, ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

৫. Ministry of Planning, Labour Force Survey 2005-2006, Planning Division, The Government of Peoples Republic of Bangladesh, 2006.

৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫ইং।

৭. হান্নান বেগম, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার ১৫ বছর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী, পৃষ্ঠা নং ১০০।

৮. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ইং।

৯. দি জার্নাল অব স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-২১, সংখ্যা-১, জুন ২০০৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।